প্রথম প্রকাশ । বৈশাখ ১৩৬৭

প্রকাশক । তপনলাল ধর । অব্যয় । ৪২ গড়পার রোড । কলকাতা ৯

প্রচ্ছদ । তপনলাল ধর

মুদ্রক

মানসী গুহঠাকুরতা

শাশ্বতী প্রেস

৯।৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট । কলকাতা ৯

সূচি

পুষ্কর দাশগুপ্ত

বন্ধুবরেষু

পরেশ মণ্ডলের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ

অদূরে জলের শব্দ

প্রতিবিম্ব

এবার আমি

এবার আমি মুখ লুকোবো রৌদ্রে
এবার আমার নামের পাশে ছায়া
এবার আমি মুখ লুকোবো রৌদ্রে

সংকেত

পোড়ো বাড়িটার পাশ দিয়ে গেলে
রোজ সেই কথা
সেই সব ছবি
মনে পড়ে
পোড়ো বাড়িটার পাশ দিয়ে গেলে
রোজ সেই কথা
সেই সব ছবি
....
পোড়ো বাড়িটার পাশ দিয়ে গেলে
....

আরতির ধ্বনি

এমনি করে আশ্বিনের মেঘ নদীর প্রবাহ
একে একে বিস্মৃত প্রান্তরে নেমে গেল
আমি তাকিয়ে দেখলাম
মন্দিরের মতো
মন্দিরের চূড়ার মতো
ছায়া
শুনতে পেলাম
আরতির ধ্বনি
যেন
স্বপ্নের মতো ধূসর
এমনি করে আশ্বিনের মেঘ নদীর প্রবাহ
একে একে বিস্মৃত প্রান্তরে নেমে গেল

প্রার্থনা

কাউকে ডাকি নি
তবু
কেন মুখ বাড়ালে   জল্লাদ
তবু
কেন মুখ বাড়ালে   ঈশ্বর

আমাকে আজ একা থাকতে দাও

বোধি

মৃত্যুর সীমানা ছুঁয়ে
সে তার হারানো ছবিটা ফিরে পেল

স্বেচ্ছাচার

অবশ্য পাঁচটি ফুলে এবং ফুলের নীল জ্যোৎস্নার ভিতর
স্বেচ্ছাচার বেড়েছে কেবল
গোপনে
নর্মদা যেন গোপনীয় আরো
গোপনীয় হতে চায়

মাছরাঙা

শুকনো পাতায়
ঠোঁটে
সূর্যের
নখের
দাগ
মুছে গেল বলে
বিবর্ণতা
মাছরাঙা পাখিটাও
উড়ে গেল
দুপুরে
কোথাও

নিমগাছ নীল ছায়া

বাড়িটা
পাশে
নিমগাছ
নীল ছায়া
শুয়ে আছে সেই মৃত নাবিকের মতো
তার
বরফের শাদা রক্তের ভেতর
বাড়িটা
পাশে
নিম গাছ
নীল ছায়া

মানচিত্র

এখানে নদীর স্মৃতি

সীমানা

হৃদয়

অ ক্ষ রে খা ব রা ব র

ছায়া

মন্দির

এবং

রাত্রি

রেডিওগ্রাম

রেডিওগ্রামে সেতার বাজছে
ঘরের মধ্যে কৃপণ অন্ধকার
মনের মধ্যে ঘরের চতুষ্কোণ

চতুর বাতাস খেলা করছে চুলের সঙ্গে
সংগোপনে
সেতার বাজছে
রেডিওগ্রামে
সেতার বাজছে

অনুরোধ

একটু সময় দাও
অনেক দূরে যেতে হবে
হাতের কাছে কিছু নেই
মনের মধ্যে
মুখ

নিজের দিকে তাকাইনি কখনো
একবার
দেখতে চাই
একটু সময় দাও

আত্মগোপনের ইতিহাস

আড়ালে মুখ সরিয়ে নিলে
পাছে
ঘর ভেঙে যায় ভূমিকম্পে
বেজে ওঠে মাটির প্রদীপ

শূন্য হাত পেতে রাখলে কেন
সবটুকু বালিয়াড়ি
মরা মাছ খেলা করতে পারে না জেনেই
তুমি বসে আছ
অসময়ে
আড়ালে মুখ সরিয়ে নিলে
পাছে
ঘর······
······প্রদীপ

প্রতিবিম্ব

একাকী
জলের
মধ্যে
প্রতিবিম্ব
চারিদিক
স্তিমিত
লজ্জায়
মূঢ়
বিকেলের
দীর্ঘ
ছায়া
খেলা
করে
রক্তহীন
নিরালম্ব

দীর্ঘশ্বাস

আমি সেই সমুদ্রের তীরে যাবতীয় কথা হারিয়ে ফেলেছিলাম ইচ্ছা ছিল প্রসারিত চোখে ইচ্ছা ছিল বিনীত ইংগিতে নীরবে আন্দোলন শুনে যাবো ঝড়ের ভৈরবমূর্তি সহৃদয় পতাকার উজ্জ্বল স্পন্দন সমর্পণ সব রেখাগুলো স্পর্শ পাবে প্রতীক্ষার দরজায় প্রতীক্ষার জানালার অন্তরালে আকাশের নিচে বা ঘাসের নিচে যেখানে শব্দগুলো শব্দহীন স্তিমিত বা স্থিত পড়ে আছে ঘুমন্ত শিশুর মতো অন্ধকার অন্ধকার নেমে আসতে চায় আমি সেই সমুদ্রের তীরে যাবতীয় কথা হারিয়ে ফেলেছিলাম আমি ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে ছায়ার মতন দীর্ঘশ্বাস দীর্ঘশ্বাস

মুক্তি

সমস্ত জীবন ধরে মৃত্যুদণ্ড প্রার্থনা আমার

গিটার

ঘরের কোণে পুরনো গিটার
ছেঁড়া তারে জং
বাঁকা রোদ
ধুলো
ছাদের টবে রজনীগন্ধা
পুরনো গিটার
ঘররে কোণে
গিটার

ইন্দ্রজাল

…………জাদু দেখতে দেখতে
ঘরময় বিস্ময়
বিস্ময় থেকে ইন্দ্রজাল
মুখের ওপরে হাত
হাতের ওপরে চোখ
চোখের ওপরে ভ্রূ
ভ্রূ ছাড়ালে কপাল
তাতে লেখা ভবিষ্যৎ
কোন দিন মৃত্যু হবে
পরজন্ম
মৃত্যু
জন্ম
মৃত্যু

৩

বৃত্ত

আলোর এপাশে তার ঘর ছিল
আলোর এপাশে তার স্মৃতি ছিল

আগন্তুক চারিভিতে অতিথির মতো
সলজ্জ জড়িত

পুনর্বার বৃষ্টি এলে
পুনবার অসুস্থ উত্তাপে
মুগ্ধ হতে পারি

এবং দশটি পাখি

....এবং
দশটি পাখি প্রজ্বলিত নীল বাতিটার দিকে
উড়ে যাচ্ছিল
হঠাৎ কুয়াশা এসে তাদের নরম লাল ঠোঁট
স্পর্শ করতে
বাতির শিখাটি এক গভীর ক্ষতের মতো দুর্বোধ্য ও
বিভীষিকাময় মনে হলো
ডানার চঞ্চল শব্দে তরঙ্গ   তরঙ্গ
স্থির হতে হতে দূরে চোখের দৃষ্টির চেয়ে জটিল আবর্তে
মিশে গেল
এবং
দশটি পাখি প্রজ্বলিত নীল বাতিটার দিকে
উড়ে যাচ্ছিল

কলকাতা ১৯৬৮

আস্তে কথা বল
এখানে হাসপাতাল
আস্তে কথা বল
এখানে·········
পথ সরু হয়ে এসেছে
ধুলোবালি নীল রোদে শরীর পুড়ে যাচ্ছে
চোখের নিচে দাগ
গলার স্বরে চিড
ওষুধের গন্ধ
আস্তে কথা বল
এখানে·········

ছায়া কিংবা

বরং রোদ ফুরিয়ে যাক
বরং রোদ ফুরিয়ে যাক
বিকেলবেলা ছায়া-ছায়া বিকেলবেলা
সবকিছু ভেঙেচুরে একা দাঁড়িয়ে থাকবো
পাশে কেউ থাকার নয়
ছায়া কিংবা স্মৃতি কিংবা মৃত্যু কিংবা

গল্প

এখন থাক
কাল বা পরশু
গল্প বলব
জাহাজের গল্প পরীর গল্প
পেঙ্গুইনের
তারপর চলতে চলতে রাত হয়ে গেল
নিষুতি
এদিকে মন কেমন করছে
ভয়
অবসাদ
দুশ্চিন্তা
পেছনে কে ডাকল সামনে   কে
না
কেউনা
সেই রাজপুরীর দিকে সেই তেপান্তর পেরিয়ে
এখন থাক
কাল বা পরশু
গল্প বলব

আম

এই তো সমুদ্র নীল শান্ত গভীর
না
দেখতে পাচ্ছি না
এই তো গর্জন প্রচণ্ড গম্ভীর তীব্র
না
শুনতে পাচ্ছি না
এই তো ফেনা নরম ঠাণ্ডা আলতো
না
বুঝতে পারছি না

ঠিকানা

সেই কালোয় মেশা লাল বাড়িটায় আমি থাকি যার এপাশে রাস্তা ওপাশে পার্ক সামনে ছেলেদের স্কুল পেছনে একটা ছাপাখানা অনেক রাত্তিরে যখন গোলমাল থমকে যায় যখন নিমগাছের ভাঙা ডালে কাকের চিৎকার জলে ওঠে যখন কেবল পাখার শব্দে বুঝতে পারি কেউ না কেউ এখানে বা ওখানে রাত জাগছে চোখ ফোলা-ফোলা লালচে শরীর ঝিমিয়ে এসেছে স্নায়ু বেশ ক্লান্ত একটা গতায়ু শুভকামনা ফ্যাকাশে হয়ে এসেছে তখন সপ্তদ্বীপের ঘোড়া দৌড়ে যায় দাঁতের হাতি শুঁড় উঁচু করে একটা আকন্দগাছে ফুল ফোটে তখন পুরনো-দিনের কলেরগানের রেকর্ড বেজে ওঠে আর আমি হারিয়ে যেতে থাকি যেন আমি ভীষণ ঐশ্বর্যশালী যেন কতো একা গরীব মন্দিরের ধ্বসে-যাওয়া চূড়ার মতো উদাসীন শ্মশানের পোকাধরা গাছটার মতো নীরব যেন·········

পটভূমি

পটভূমি গুড়ো হয়ে যায় পটভূমি গুঁড়ো হয়ে যায় পট প ট ভূ মি প্ অ ট্ অ ভ্ উ ম্ ই কিসের শব্দ এমন ভয়ংকর দীর্ঘশ্বাসের টিকটিকির উচ্চারণের নাকি কান্নার চিৎকারের যন্ত্রণার নাকি শব্দহীনতার অন্য মেরু নাকি জলজ উদ্ভিদ নাকি প্রান্তরে পাথর ভাঙার নাকি পাথরে রৌদ্র পড়ার নাকি নক্ষত্রের ঠোঁটের নিচের নির্জনতার পৃথিবার বুকের স্পর্শের কৌতূহলের

এই তো প্রাচীর ভেঙে পড়ল যা আদিম বীভৎস সংকোচে আড়ষ্ট স্থির দৃঢ় বিশাল এই তো ভেঙে পড়ল

অস্ত্র

কাকে যেন দিয়েছি
নাম
ঠিকানা
কাকে যেন দেখিয়েছি
ছবি
শব্দের বর্ণ
রামধনু
অস্ত্রের কথা গোপন করেছি
যেহেতু
আমার কোন অস্ত্র জানা নেই
দিক্‌চিহ্ন ছাড়া

হাসপাতাল

সমস্ত আকাশে আজ আত্মীয়ের গোপন সম্মোহ
আলো নিবতে চায়
একটু জল দাও

আমার ঘর···রেডিও···আলমারি
কাশ্মীরী শাল
রামেশ্বরমের সেই খোদিত ঝিনুক
পুরনো চিঠি
মুঠোর মধ্যে অবসর
আশা
ভয়

প্রতিশ্রুতি

এখানে   কুয়াশা   অন্ধকার
জ্যোৎস্নার
মগ্নতা
গোধূলিতে লীলাময় গোধূলিতে
রুগ্ন
সিঁড়ি
গোপন
জটিল

স্বয়ম্বর

মরা গাছটার ছায়াতে
এ কার পদধ্বনি
শূন্যে শূন্যে জপমালা
যেন
স্বয়ম্বর
এখনো বৃষ্টি নামবে বলে কি
স্বর
থেমে গেল

সমুদ্রে

ক্লান্তি ঘুম
সমুদ্র দেখার পরে
আকাশ
রাত্রি
ঘুমের মধ্যে
সমুদ্র
আকাশ

ইংগিত

নাম ধরে ডেকেছে সে তাই
প্র তি ধ্ব . নি
ছড়িয়ে ছড়িয়ে
পড়ে
...
......
....
এ
কা
কাঁ
প্র···তি···ধ্ব···নি
নী
র
ব
জ্যোৎস্নায়

নেই

ক্রিং-ক্রিং
বাড়ি নেই

সকাল দুপুর বিকেল
সন্ধে
সকাল সন্ধে
সন্ধে
বিকেল দুপুর
বিকেল

ক্রিং-ক্রিং
বাড়ি নেই

স্টেশন

চা-আ-র-র.........

সমোসা-আ-আ.........

ক্রু-র্-র-র.........

ঘরবাড়ি

সিগ্‌ন্যাল

মাঠ

রেললাইন

বন

লাইন

দোলনার

ইন্দোর

....

সাঁচী

ঈশান

আন

ট্রেন

ক্রেন

স্টেশন

স্টেশন

মানমন্দির

ভাঙা দেয়ালের ওপাশে সূর্য গড়িয়ে পড়ল
অচেনা গন্ধ
মুখের কাছে মুখ
টেলিপ্রিন্টারে দুর্ঘটনা
এক দুই তিন চার
কমপ্যুটারে লাল সবুজ হলুদ সংকেত
টেবিলের নিচে ছায়া ধুলো মাকড়সার জাল
কাগজের টুকরো পা জুতো
জুতোর মধ্যে আঙুল আঙুলের ঘাম
আলতো করে দুলছে
নিচে শক্ত মেঝে
নিচে মাটি
উত্তাপ
স্পন্দন
নিচে
আকাশ
তারা
শূন্য
নীল
O
নীল

হৈ চৈ

স্বরে বর্ণে হৈ চৈ
গিসগিস করছে উঠোন
অ
আ
১
০
কী
কেমন
বেশ তো
আজকাল
চলি
....
পথটা সরু হয়ে বিন্দু হয়ে নিখুঁত একটা বিজয়ার অভিসন্ধি হয়ে
না
আসচে রোববার
না

কবিতা ১

....

মহেঞ্জোদড়োর অন্ধকার..

...................................বালিতে পায়ের.........

কবিতা ২

চোখ গেল
জল কর
চোখ গেল
চোখ গেল
চোখ গেল
চোখ গেল
চোখ গেল
হাতে হাত
ঘামে ঘাম
ছুঁয়ে ছুঁই
ট্রাম বাস
মুখ মুখ
পথ পথ
চোখ গেল
চোখ গেল

কবিতা ৩